

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কি কি?

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কি কি? অথবা কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে? কোন কোন সাধন লক্ষণ যোগ্যতা থাকলে কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে?"

কিন্তু আমরা শাস্ত্রানুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " তাকেই বলবো - যিনি

“আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি” প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই যিনি “আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি” প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে আমরা "প্রকৃত মহাত্মা"এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা শাস্ত্রানুসারে "সদগুরু / ব্রহ্মজ্ঞানী / মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি।

তাই যিনি "মহাপুরুষ" তিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তে তিনি আগাই হয়েছেন কিন্ত যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তার মুক্তি এখনো বাকি -তিনি এখনো সাধন পথে ব্রতী। আর যিনি "মহাপুরুষ" তিনি সাধনা সাম্যক রূপে সিদ্ধি করছেন -তার পরম মুক্তি লাভ হয়ে গিয়েছে -তার যার সাধনা বাকি নই -তিনি শুধু পরমমুক্তির পথ-প্রদর্শক। তাহলে বোঝা গেলো যে যিনি -"প্রকৃত মহাত্মা" -তিনি ধর্ম উপদেশে দিতে পারেন কিন্ত দীক্ষা দিতে পারেন না অথবা এক কথায় বলা যায় যে -শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তিনি ধর্ম উপদেশে দিতে পারলেও দীক্ষা দেওয়ার অধিকার শাস্ত্রানুসারে তার নই। তাই শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" হয়েও যদি তিনি দীক্ষা দেন তে শাস্ত্রানুসারে তাকে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে।

একমাত্র যিনি " “আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি” / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে " প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি।

শাস্ত্র যদি দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভকারী "প্রকৃত মহাত্মা" কেও দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে , তাহলে চিন্তা করুন আজ এই কলি যুগে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ না করেও যারা দীক্ষা দেন তাদকি তাহলে কি বলা যাবে ???

তাহলে বোঝা গেলো যে একমাত্র যিনি " “আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি” / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মস্থিতি " লাভ করেছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি এবং " প্রকৃত মহাপুরুষ "রূপি সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ ব্যাক্তিই একমাত্র "প্রকৃত দীক্ষা " দেওয়ার শাস্ত্র অনুসারে অধিকারী এবং ঐরকম সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে কেও যদি দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তবেই আত্ম-উন্নতির রাস্তায় সেই দীক্ষা প্রাপণন্ত হয় নচেৎ নসিপ্রান-ভন্ড দীক্ষায় কি উন্নতি হয় ???

আর একটা কথা - "প্রকৃত মহাত্মা" এর কথা -বার্তায় একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উনি শাস্ত্র অনুসারে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণএর কোনো এক

একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ করছেন কন্টি " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সঙ্গে বছরে পর বছর মশিলেও তার আচার -আচরণে , কথা-বার্তায় (একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন) কণ্ডে কোনও ভাবে মোটেও বুঝতে পারেন না যে উনি একজন " প্রকৃত মহাপুরুষ " 1

তাহলে বোঝা গেলো - "প্রকৃত মহাত্মা" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর তফাৎ কি ???

" প্রকৃত মহাপুরুষ " যিনি - একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষকে " বাইরে থেকে চিনিবার উপায় কি? বা শাস্ত্রেরে কি কিছু এমন লক্ষণ দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব লক্ষণ এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষকে " (তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে ?????

হাঁ - বৈদিক শাস্ত্রেরে এমন কিছু শরীর লক্ষণ দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব শরীর লক্ষণ (মিলিয়ে) এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষ" কে তা অতি সহজেই (তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে 1 সেগুলো বৈদিক শাস্ত্রেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ" এর 32 শরীর লক্ষণ বলে বসিতারতি দেওয়া আছে 1 এই 32 শরীর লক্ষণ যে কোনও " প্রকৃত মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / পরমমুক্তপুরুষ / কবৈল্যপুরুষ / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থতিমহাপুরুষ / সিদ্ধপুরুষ " এর রক্ত-মাংসের শরীরে বিদ্যমান থাকে -যা বাইরে থেকে ভালো করে পরিলক্ষ্য করলে জানা যায় যে উনি " প্রকৃত মহাপুরুষ " না " প্রকৃত মহাপুরুষ" নন 1 এই লক্ষণ জ্ঞান থাকলে "ভন্ডপুরুষ" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর জ্ঞান উৎপন্ন হয় - যার ফলে "ভন্ডপুরুষ" এর পাল্লায় পড়ে দকিভ্রষ্ট বা প্রতারতি হতে হয় না 1

এই লক্ষণ জ্ঞান দ্বারা কে " প্রকৃত মহাপুরুষ " !!!!- এটা জনৈক সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর চরণ বন্দনা করে দীক্ষা প্রার্থনা দ্বারা যদি সেই " প্রকৃত মহাপুরুষ " কৃপাতে সে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে দীক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে "পরম মুক্তির প্রকৃত রাস্তা" পাওয়া সম্ভব হয় - এটাকেই শাস্ত্রেরে সদগুরু দীক্ষা প্রাপ্তি বলে --- ইহাই প্রাণবন্ত দীক্ষা 1

এবার আমরা নমিনে শাস্ত্রেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বর্ণনা করার চেষ্টা করবো

সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর আছে দীক্ষা না পেয়ে সাধনহীন ভন্ড লোককে গুরু বলে ভক্তিকরে দকিভ্রষ্ট ও প্রতারতি হওয়ার থেকে দীক্ষাহীন অবস্থায় থাকা অনেক ভালো কারণ তাতে অজানতি অবস্থায় ধর্মগলানি রুপিকাজ তো হয় না - তার চেয়ে সদগুরু না পাওয়া পর্যন্ত দীক্ষা নতি হলে কমপক্ষে কুলগুরু এর কাছে দীক্ষা নিয়ে সদগুরুর অপেক্ষা করা অনেক ভালো কন্টি কোনও সাধন যোগ্যতা-লক্ষণহীন কোনও ভন্ড -রত্নিকি / আশ্রমের মহারাজ / সাধুবশী লোক এর কাছে দীক্ষার থেকে - দীক্ষা না নিয়ে (অদীক্ষতি থাকা) ঈশ্বরকে কাছে সদগুরু প্রাপ্তি কামনায় দিন কাটানো অনেক ভালো -কারণ আত্মজ্ঞান এর রাস্তায় দকিভ্রষ্ট / প্রতারতি হলে বহু জন্ম নষ্ট হবার ভয় থাকে 1 তাই শাস্ত্র সম্মত " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বিচার করেই দীক্ষা নেওয়া উচিত 1

যায় হোক কণ্ডে যাত্রে দকিভ্রষ্ট না হয় তার জন্মে আমরা বৈদিক শাস্ত্রেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নমিনে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো

.....

32 শরীর লক্ষণ-- এক একটি শরীর লক্ষণ অপররে শরীর লক্ষণ সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত , তাই কারো মধ্য কখনো একটা সামান্য মলি পয়ে তাকে মহাপুরুষ ভাববো না , সব লক্ষণ একসঙ্গে একই দহে থাকতে হবে 1

বৈদিক শাস্ত্রের " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নম্নে বর্ণনা করলেও হাতে-কলমে এই বিশেষ শিক্ষা কখনো এই শিক্ষাজ্ঞানীর কাছে করলে তবেই পূর্ণ লক্ষণ জ্ঞান হয় নচেৎ শুধু পড়ে (হাতে-কলমে না শিখিই) এই লক্ষণ জ্ঞান এর পূর্ণ জ্ঞান হয় না , কনিত্ত প্রাথমিক জ্ঞান অবশই হয় - তাই প্রথমে বহু লোকেরে প্রাথমিক জ্ঞান এর জন্মে আমরা নচি এই বর্ণনা করে চেষ্টা করছি 1 কনিত্ত এই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষায় মূল ও পূর্ণ 1

" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 টি শরীর লক্ষণ আছে , "প্রকৃত মহাত্মা"দের 20-22 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্ধী সাধক নারীদের মধ্যে 18-20 টি লক্ষণ , দেবতাদের 15-18 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্ধী সাধারণ নারীদের মধ্যে 6-8 টি লক্ষণ থাকে , ভালো উদার মানুষের 4-8 টি লক্ষণ , নচিলোকদের বা দৈত্যদের নচিরে লক্ষণের বকিত লক্ষণ থাকে 1

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ :- (" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর একসঙ্গে 32 টি সব লক্ষণ থাকতে হবে , কখনো একটা-দুটো-কয়কেটা লক্ষণ থাকলে নয়)

1. চোখেরে মনি প্রায় সব সময় শাম্ভবী অবস্থায় অথবা অর্ধ-শাম্ভবী অবস্থায় থাকবে
2. কপাল দীর্ঘ-বসিত্ত হবে ও মুখমন্ডল গম্ভীর হবে
3. কপালে 24 রকমের দবিয়া চহিন এর কখনো একটা বা কখনো কখনো চহিন থাকবে
4. চোখেরে তারা উর্দ্ধমুখ হবে
5. চোখে অন্তর একগ্র দৃষ্টি এবং অগ্নিদৃষ্টি হবে ও অন্তর্ভদৌ ও স্বচ্ছ দৃষ্টি হবে (কপটতা / চালাকি / লোভী ভাব দৃষ্টিতে থাকবে না)
6. চোখ অপলক বা পলকহীন বা বসিত্তখন পলকহীন হবে (নারী-পুরুষ সম দৃষ্টি)
7. চোখ আকারে ছোট বা বড় যাই হোক কনিত্ত আকার নারীদের যেনি এর আকার এর মতো হবে এবং চোখেরে মনি এর রং গাড়ো নীল / বাদামি হবে
8. মস্তক এর তুলনামূলক বড় ও ভারী হবে
9. কান - হস্তীকর্ণ / গরুড়কর্ণ / উন্নতকর্ণ হবে
10. নাসিকা উন্নত ও দৃঢ় হবে
11. জীভ বাইরে নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে
12. জীভ এর অগ্রভাগ মহা সর্প-সূচালু হবে ও গলার আওয়াজ নাদ গম্ভীর হবে
13. জীভ এর নচি শরি থাকবে না (যে শরি জভিকে নচিরে চোয়ালরে সঙ্গে যুক্ত রাখে)
14. দাঁত ছদির সূক্ষ্ম হবে ও দাঁত সূক্ষ্ম হবে
15. গলা দৃঢ় ও দীর্ঘ্য বা কছু মোটা হবে
16. পছিনে ঘাড় ছোট হতে হবে
17. কাঁধ দৃঢ় ও বসিত্ত হতে হবে
18. বুক দৃঢ় ও বসিত্ত হতে হবে
19. বুক এর স্তন বা গঠন উন্নত ও দৃঢ় হবে
20. পা , চোখেরে প্রান্ত, হাতেরে তালু , নখ এর অগ্রভাগ , ঠোঁট, চামড়া এর রং লালচে হবে

21. হাততে আপনা আপনি মুদ্রা তৈরি হয়.
 22. হাতের সব আঙুল দৃঢ় ও সোজা হবে (বঁকা আঙুল তমোগুণের লক্ষণ)
 23. দুটি হাতের তালুতে মোট কমপক্ষে 7+ টি ত্রিশূল চহিন অথবা চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনী চহিন / কোনো প্রকার দ্বিষ চহিন থাকতে হবে
 24. হাতের তালুতে (যেখানে রাখা থাকে) - বিশেষ নক্ষত্র চহিন এবং ধর্মচক্র ছদে চহিন থাকতে হবে
 25. হাতের তালুর পাশে দ্বিষচক্ষু ও জ্ঞানরথো রাখা বদ্বিষমান থাকতে হবে
 27. হাতের তালুতে বৃহস্পতি স্থান অত্যান্ত উঁচু এবং ধর্ম চহিন থাকতে হবে
 28. নাভি খুব গভীর হবে ও পটে গঠনক্রোম হবে
 29. হাঁটু ও নতিম্ব ভালভাবে উন্নত হবে
 30. কোমর দৃঢ় ও তুলনামূলক সুবিনিস্থ হবে
 31. উরু তুলনামূলক দৃঢ় হবে
 32. দুটি পায়ের তালুতে ত্রিশূল চহিন / চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনী চহিন / কোনো প্রকার দ্বিষা চহিন থাকতে হবে
- উপরোক্ত মাথা হইতে পা পর্যন্ত মোট " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ থাকবেই ।
- তাই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ হাতে -কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে " প্রকৃত মহাপুরুষ " চনিত সক্ষম হন ও ভন্ড দরে প্রতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন ।

